টিনের বাক্স

জয়ন্তী মণ্ডল

পুনশ্চ

সূচিপত্র

বিনুর সাইকেল ০৯
সিংহ মামার দরবার ১৩
টিনের বাক্স ১৭
চিনা ঘড়ি আর রূপোর পেন ২১
শালুক কুঁড়ির ঘাট ২৬
চোর কুঠুরির মাহুত ৩১
সাঁকো ৩৪
একটুও মিথ্যে বলছি না ৩৮
সাবাস ৪৪
বন্ধুর জন্যে ৪৯
রঙের খেলা ৫৪
লক ডাউনে জোড়াসাঁকো ৫৮

বিনুর সাইকেল

বিনুর অনেকদিনের শখ একটা সাইকেলের। দু চাকার সাইকেল। ছোটবেলাকার তিন চাকার সাইকেলটার দফারফা। তবু এখন ওটাই চালাতে হয়। ওটা চালাতে বড় সম্মানে লাগে।

পাড়ার সুজয়দা বলে সাইকেলটা এবার তোর বোনকে দিয়ে দে বিনু। বোন চালাবে। তুই এবার ওটা ছাড়।

সুজেদার কথাই বিনুর মনটা আরো খারাপ হয়ে যয়। সত্যিই তো তিন চাকার সাইকেল চালানোর বয়স ওর আছে নাকি?

সন্ধেবেলা পড়তে বসে মায়ের কাছে গোঁ ধরে নতুন ক্লাসে উঠলে আমার কিন্তু দু'চাকার সাইকেল চায়। বাবার মতো।

শেফালি উনুনে ভাত চড়াতে চড়াতে শান্ত গলায় ছেলেকে বলে,

চাইলেই কি আমরা ইচ্ছেমত জিনিস কিনতে পারি বাবা। তুমি মন দিয়ে পড়াশুনো কর। বাবা পরে তোমায় নতুন সাইকেল কিনে দেবে। মন খারাপ করো না। এবার পুজোর সময় ব্যারাকপুর নিয়ে যাব পিসির বাড়ি।

বিনুর পিসেমশাই রেলের বড় অফিসার। পিসিরা ব্যারাকপুরে রেলের কোয়ার্টারে থাকে। পিসির ছেলে তপু। তপুর এবার ক্লাস এইট।

বিনুর বাবা অনাদি একটা প্রাইভেট কোম্পানি তে চাকরি করে। অনাদির অফিসে ছুটি পড়তেই ওরা গোছগাছ সেরে সপ্তমীর দিন সকাল সকাল রওনা দিয়ে দিল ব্যারাকপুর।

ওদের পৌঁছতে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। এতটা পথের ধকল স্নান সেরে খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল বিনু।

ঘুম ভাঙল তপুদার ডাকে।

বিনু ওঠ খেলতে যাবি যে।

তপুর ডাক শুনে ধড়ফর করে বিছানায় ওঠে বসে বিনু। দেখে বারন্দায় একটা লাল হলুদ রঙের সাইকেল নিয়ে তপুদা দাঁড়িয়ে।

সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে বিনু চমকে যায়!

আরে ব্বাস! এমন সাইকেল তো সে বইয়ের ছবিতে, টিভিতে দেখেছে। তপুদার এমন একটা সাইকেল আছে!

মোটা মোটা চাকা। ছোট্ট একটা সিট। ব্রেক গুলো বাঁকা দড়ির মতো।

তপুদার দিকে তাকিয়ে বিনু বলে,

এটা তোমার সাইকেল তপুদা?

তপু বলে হ্যাঁরে আমার সাইকেল। তোর পছন্দ?

বিনু বলে কি যে বলো তপুদা। এমন সাইকেল আমি শুধু ছবিতেই দেখেছি। ভাগ্যিস এবার পুজোতে তোমাদের বাড়ি এলাম। তাই তো তোমার সাইকেলটা দেখতে পেলাম।

তপু বলে দেখবি কিরে? চল। মাঠে চালাবো দুজনে মিলে। আমি তোকে চাপিয়ে নিয়ে চালাব। আজ খুব মজা হবে। আমার মাঠের বন্ধুরাও তোকে দেখবে।

বিনু এক লাফে বিছানা থেকে নেমে সাইকেলের হাতলটা ধরে সাইকেল টাকে দেখতে দেখতে ভাবে এরকম যদি একটা সাইকেল পায় সেটাই চেপে দিঘিরপাড়, ভাঙ্গা মাঠ হয়ে ফুটবল গ্রাউন্ড কতদূর যে চলে যেতে পারি। তারপর সন্ধের গা ঘেঁষে মা যখন আমায় খুঁজবে দেখবে তখনো আমি দূরে বল গ্রাউন্ডে সাইকেল চালাচ্ছি।

তপুদা আর বিনু মাঠে পৌঁছতেই রিভু, তিন্নি দিদি হৈ হৈ করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে শুরু করে দিল সাইকেলের রেশ।

বিনু চুপ করে মাঠের একপাশে দাঁড়িয়ে। সাইকেলের বেগ বাড়াতে তিন্নি দিদি ধপাস করে পড়ল মাঠে। একটা দারোয়ান দৌড়ে গিয়ে তিন্নি দিদিকে তুলে দিল।

তপুদা সাঁ করে উড়ে এসে বিনুকে বলল, আয় বিনু, চেপে পড়।

বিনু ওমনি ঝপাং করে চেপে বসল তপুদার সাইকেলের পিছনের সীটে। তপু বিনুকে চাপিয়ে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁ সাঁ করে বার দশেক মাঠটা পাক খেয়ে নিল। তারপর সন্ধ্যের গা ঘেঁষে বাড়ি ফিরলেও তপুর মা সুখলতার বকুনি তো দূরে থাক উল্টে সন্ধ্যে বেলা পড়ারই ছুটি দিয়ে দিল সেদিন।

এই চারদিন কেমন স্বপ্নের মত কেটে গেল বিনুর। যাবার দিন বিনু গোঁ ধরেছিল আর একদিন থাকার। কিন্তু অনাদির থাকলে চলে না। অ্যানুয়েল পরীক্ষার পর আবার আসবে বিনুকে কথা দিয়ে ফিরল ওরা।

॥ ২ ॥

এবার পিসির বাড়ি থেকে ফিরে অবধি বিনুর মন ভার। অ্যানুয়েল পরীক্ষা এখনও মাস তিনেক বাকি।

অ্যানুয়েল পরীক্ষার পরও এবার পিসির বাড়ি যাওয়া হল না। অনাদির কোম্পানির কাজ পড়ল। বাইরে যাওয়া। আবার সেই পুজোর ছুটির জন্য অপেক্ষা।

যত পুজো এগিয়ে আসে, বিনু ক্যালেন্ডারের পাতায় লাল কাল দিয়ে দিনটা কেটে দেয়।

পুজো মাত্র আর কদিন বাকি। ঠিক পুজোর আগে অনাদি চিঠি পেল মায়ের। দশমীর ভোরে তিনি কাশী যাত্রা করবেন। তাই যাবার আগে বিনু, মিতু বৌমা কে নিয়ে অনাদি যেন দেখা করে যায়।

অগত্যা বিনুরা পুজোর ছুটিতে বাঁকুড়ায় ঠাকুমার কাছে। বাঁকুড়াও বেশ লাগল বিনুর। তবে ব্যারাকপুরে যে তপুদার সাইকেলটা তো আর এখানে নেই।

কদিন পর বিনুর রেজাল্ট। বিনু এবার ক্লাস সেভেনে উঠবে।

শেফালি কতগুলো পুরনো বই জোগাড় করে দিয়েছে। বিনু সন্ধেবেলা সেসব বই গুলো উল্টেপাল্টে দেখছে।

ইতিহাস বই-এর পাতায় সাইকেলের ছবিটা দেখে বিনুর মনে পড়ে গেল তপুদার সাইকেলটার কথা।

ইস তপুদা ইচ্ছে করলেই সাইকেলে চেপে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। তপুদার রেলেরও নাকি ভাড়া লাগে না। কত জায়গা ঘোরে ওরা।

বিনু তাই ভেবেছে বড় হলে ও রেলেরেই চাকরি নেবে। তারপর মা-কে নিয়ে কত জায়গা যে ঘুরবে!

টেবিলে ফোনটা বেজেই চলেছে। বিনুর হুঁশ নেই।

বিনু এখন রেলগাড়িতে চেপে গোয়া যাচ্ছে মাকে সঙ্গে নিয়ে।

শেফালি ছুটে এসে ফোনটা ধরে।

ওপার থেকে ভেসে এলো ব্যারাকপুরের অনাদির বোন সুখলতার কণ্ঠস্বর।

তোমরা কেমন আছো বৌদি?

ভালো। তোমরা কেমন?

আমরা ভালো আছি। রোববার দাদা বাড়িতে থাকছে?

হ্যাঁ।

তুমি আসছ ছোটদি? তোমার দাদাকে বাস ট্যান্ডে পাঠাব?

না না আমি যাচ্ছি না। বিনুর জন্য তপুর সাইকেলটা পাঠাবো। রোববার তোমাদের ওখানকার বাসটা ব্যারাকপুর আসবে তো?

শেফালি বলল, তপু কি চালাবে?

সুখলতা বলল তপু অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে। ছোট সাইকেলটা চালাতে ওর বেশ অসুবিধে। তাই বিনুর জন্যে সাইকেলটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাঁকিপুরের বাসের ছাদে তুলে দেবো। তোমরা হাটতলার বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে নিও।

রোববার একটু আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল অনাদি। হাটতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে সাইকেলটা নিতে হবে। বিনুও বাবার সঙ্গে যাবে।

টিউশন থেকে বেরিয়ে চটপট পা চালায় বিনু। বাবার সঙ্গে বাসস্ট্যান্ড যাবে।

উঠোনের দরোজাটায় পা দিয়েই বিনু চমকে যায়!

আরে ব্বাস! উঠোনে কাগজের মোড়া সাইকেল না?

হ্যাঁ তপুদার সাইকেলটাই তো! বিনু ঝটপট সাইকেলের রডে বাঁধা কাগজগুলো খুলে ফেলে দিয়ে সাইকেলটা নিয়ে দৌড় দেয়।

কিছুটা ছুটে গিয়ে চেপে বসে সাইকেলের ছোট্ট সিটটায়। বাহ্ প্যাডেলে তো বেশ পা যাচ্ছে। তবে আর কি চিন্তা?

সাইকেলটা নিয়ে সোঁ সোঁ করে বার দশেক পাক খায় খামারটায়।

সুজয়দা খামারে বসেছিল। বিনুকে দেখে বলে, কে এসেছে রে বিনু তোদের বাড়ি? কার সাইকেল চালাচ্ছিস? খাসা সাইকেলটা কিন্তু!

সোঁ সোঁ করে সাইকেলের প্যাডেলে পাদুটো চালাতে চালাতে বিনু বলে, কেউ আসেনি। এটা আমার সাইকেল। তপুদা আমায় দিয়েছে। কথাগুলো বলতে বলতেই বিনু তির বেগে উড়ে গেল চৌধুরী পুকুর, ভাঙ্গা মাট পার হয়ে ফুটবল গ্রাউন্ডে।